Islami Ain O Bichar
Vol. 15, Issue: 59
July-September, 2019

ইসলামে লাকীত বা কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর বিধান : একটি পর্যালোচনা

Rules Regarding Picked Up Child in Islam A Critical Analysis

Mohammad Zahidul Islam*

ABSTRACT

For each and every family children usually are regarded as a matter of utmost desire. Parents remain ready even to sacrifice their lives to protect the lives of their children. Appalingly, sometimes children seem to be burden for certain people. Fear of social stigma or contempt or other reasons induce certain individuals to abandon and throw their chidren begotten from an immoral relatioship on the street. These unclaimed or abandoned children are known as laqit in Islamic Shariah. Due to the lack of proper care and attention many of such chidren meet early tragic demise. Given the situation it is the high time to generate mass awareness regarding the rights of picked up children in Islam. Premising on descriptive and deductive method this paper is authored to enumerate the rights of picked up children in Islam. The author in this regard, has meticulously analyzed the opinions of classical as well as contemporary scholars. He vehemently advances the argument that proper recourse to the injunctions of Islamic Shariah regarding picked up children can solve many problems relating to those children.

Keywords: unclaimed children, street children, laqit, rights of the children, adoption.

সারসংক্ষেপ

সন্তান প্রতিটি পরিবারের জন্যই পরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়। মাতাপিতা নিজের প্রাণের বদলে হলেও নিজের সন্তানের জীবন বাঁচাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকেন। কিন্তু এই পরম আকাঙ্ক্ষিত সন্তানই কারো কারো কাছে বোঝা মনে হয়। অনৈতিক সম্পর্ক

* Dr. Mohammad Zahidul Islam is an Associate Professor in the department of Islamic Studies, University of Dhaka, email: zislam.du@yahoo.co

ও সামাজিক অপমানের ভয়ে অথবা অন্য কোন কারণে কেউ কেউ নিজের শিশুকে পরিত্যাগ করে এবং রাস্তাঘাটে ফেলে রেখে চলে যায়। এসব বেওয়ারিশ ও পরিত্যক্ত শিশু ইসলামী শরীয়তে 'লাকীত' নামে পরিচিত। এসব শিশুর কেউ কেউ পরিপূর্ণ যত্নের অভাবে বিরূপ পরিবেশে অল্প সময়ের ভেতরেই করুণভাবে মৃত্যুবরণ করে। বাংলাদেশসহ পুরো পৃথিবীতেই এ সমস্যা প্রকট। এজন্য বর্তমান সময়ের চাহিদা হলো, এ বিষয়ে ইসলামের নির্দেশনা জেনে বেওয়ারিশ শিশুদের অধিকার সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করে তোলা। এ প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে ইসলামে কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর বিধান বর্ণনার উদ্দেশ্যে এ প্রবন্ধটি প্রণীত হয়েছে। প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক (Descriptive Method) ও অবরোহ পদ্ধতি (Deductive Method) অনুসরণ করা হয়েছে। এতে পূর্বসূরি আলিমগণের পাশাপাশি বর্তমান যুগের আলিমগণের রচনা ও ফতোয়া পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধটির মাধ্যমে লাকীত সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ও করণীয় সম্পর্কে জানা যাবে।

মূলশব্দ: বেওয়ারিশ শিশু, পথশিশু, লাকীত, শিশু অধিকার, দত্তক।

ভূমিকা

পরিত্যক্ত ও বেওয়ারিশ শিশুরা এ সমাজেরই অংশ। সমাজের অন্য শিশুদের মত তাদেরও মৌলিক মানবাধিকার রয়েছে। এরপরও পৃথিবীতে আসার পর তাদের এক রূঢ় বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয়। সমাজের চাপে, লোকলজ্জায়, শাস্তির ভয়ে কিংবা অর্থনৈতিক অথবা অন্য কোন কারণে মাতা-পিতাই তাদের পথেঘাটে মৃত্যুর মুখে ফেলে রেখে যায়। আবার কোন কোন সময় দুর্ঘটনাবশত সন্তান তার পিতামাতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মানবশিশু কোন আবর্জনা নয়। কিন্তু এরপরও দুর্ভাগা পরিত্যক্ত এসব শিশুর স্থান হয় ভাগাড়ে, আবর্জনার মধ্যে। কখনও কখনও সাধারণ মানুষ তাদেরকে তুলে নেয়ার পূর্বেই ঠাণ্ডায় অথবা কুকুর-বিড়ালের কামড়ে তাদের মৃত্যু ঘটে। অথচ এই শিশুরা সম্পূর্ণ নিষ্পাপ, তাদের কোন অপরাধ ছিল না। মাতা-পিতার হৃদয়হীনতাই তাদের মর্মান্তিক মৃত্যুর একমাত্র কারণ। ইসলামে এমন শিশুদের 'লাকীত' বলা হয়। ইসলাম জীবনঘনিষ্ঠ জীবনব্যবস্থা। বেওয়ারিশ শিশু প্রচলিত সমাজের এক চিরন্তন বাস্তবতা। এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটিকে তাই ইসলাম অগ্রাহ্য না করে সুস্পষ্ট বিধান দিয়েছে, যা ঐ শিশু এবং সমাজ উভয়ের জন্য ইতিবাচক। কারণ ইসলাম একজনের অর্থাৎ তার পিতামাতার অপরাধের দায়ভার অপরের উপর চাপিয়ে দেয় না।

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে বেওয়ারিশ শিশু বোঝাতে কখনও কখনও আরবি পরিভাষা 'লাকীত' (لقيط) এবং যিনি বেওয়ারিশ শিশু তুলে নেন তাকে বোঝাতে 'মুলতাকিত' (ملتقط) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এ প্রবন্ধে ইসলামী শরীয়ার আলোকে লাকীতের পরিচয়, লাকীত পাওয়ার উৎসমূহ, লাকীতকে উঠিয়ে নেয়ার বিধান,

মুলতাকিতের শর্তাবলি, লাকীত কুড়িয়ে নেয়ার সময় সাক্ষী রাখার বিধান, বেওয়ারিশ শিশুর ধর্ম পরিচয়, বেওয়ারিশ শিশুকে কেউ সন্তান দাবি করলে করণীয়, লাকীতের অধিকার, মুলতাকিতের কর্তব্য, লাকীতের নামকরণ ও বংশপরিচয়, লাকীতের উত্তরাধিকার, লাকীতের ভরণপোষণ, লাকীতের অপরাধ ও শাস্তির বিধান ইত্যাদি বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

লাকীতের পরিচয়

আরবি মূলধাতু لقط থেকে لقيط শব্দটির উৎপত্তি। এর অর্থ মাটি থেকে কোন কিছু তুলে নেয়া। এজন্য যে শিশুকে রাস্তায় ফেলে দেয়া হয়, তাকে বলা হয় লাকীত। এখানে لقيط শব্দটি فعيل ওযনে ملقوط তথা যা কুড়ানো হয়েছে- এমন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে (Ibn Qudāma N.D., 5/747)। لقيط শব্দের স্ত্রী লিঙ্গ لقيطة (Ibn Manẓūr 2010, 7/ 393)। শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হল, চয়নকৃত, আহরিত, সংগৃহীত, কুড়িয়ে পাওয়া শিশু ইত্যাদি (Rahman 2003, 632)। কোনরূপ ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য ব্যতীত তুলে নেয়ার অর্থে আল কুরআনুল কারীমে এই শব্দের মূলধাতু থেকে নির্গত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ

অতঃপর ফিরাউনের পরিবার মূসাকে কুড়িয়ে নিল (Al-Qurān, 28: 8)।

ইবন মানযূর আফ্রিকী বলেন,

"اللقيط في اللغة:الطفل الذي يوجد مرميا علي الطريق لايعرف أبوه ولا أمه"

আভিধানিক অর্থে লাকীত হল রাস্তায় নিক্ষিপ্ত অবস্থায় পাওয়া শিশু, যার মাতা-পিতা কারোরই পরিচয় জানা যায় না। (Ibn Manẓūr 2010, 7/ 393)

শরীয়তের পরিভাষায় কুড়িয়ে পাওযা লা-ওয়ারিশ শিশুকে 'লাকীত' বলে। অনেক সময় দারিদ্র্যের আশঙ্কায় কিংবা যিনার অপবাদ থেকে বাঁচার লক্ষ্যে যে শিশু সন্তানকে পথেঘাটে রাস্তায় কিংবা অন্য কোথাও ফেলে দেওয়া হয়, লাকীত বলতে সেই শিশুকে বোঝানো হয়।' (IFB 2009, 5/ 413)

হানাফী আলিমদের মতে,

"إسم لحي مولود طرحه أهله خوفا من العيلة أو فرارا من تهمة الريبة"

এমন জীবিত শিশু সন্তানকে বলা হয়, যাকে পরিবারের লোকজনই দারিদ্র্যের ভয়ে কিংবা ব্যভিচারের অপবাদ থেকে রক্ষা পেতে ফেলে রেখে যায়। (Al-Sarakhsī N.D., 10/209)

মালিকীগণের মতে,

صغير آدمي لم يعلم أبوه ولا رقه

এমন মানবসন্তান, যার পিতামাতা সম্পর্কে এবং দাস হওয়া সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। (Al-Khurashī 1997, 7/ 459)

শাফি'ঈদের মতে,

كل طفلٍ ضائعٍ لا كافل له

এমন হারানো শিশু, যার কোন অভিভাবক নেই। (Al-Suyūṭī 2001, 350)

শায়খ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আল খাতীব আশ্-শিরবীনী বলেন,

صغير منبوذ في شارع أو مسجد أو نحو ذلك لا كافل له معلوم

রাস্তা, মসজিদ বা অনুরূপ স্থানে ছুঁড়ে ফেলা ছোট শিশু, যার কোন অভিভাবক আছে বলে জানা নেই। (Al-Shirbīnī 1997, 2/ 540)

হাম্বালীদের মতে,

طفل غير مميّزٍ لا يعرف نسبه ولا رقه طرح في شارعٍ أو ضلّ الطّريق ما بين ولادته إلى سنّ التّمييز

এমন অবুঝ শিশু, যার বংশপরিচয় কিংবা দাসত্ব বিষয়ে জানা যায় না, যাকে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে অথবা পথ হারিয়ে ফেলেছে এবং যার বয়সের ব্যাপ্তি জন্মকালীন সময় থেকে [ভালোমন্দ] পার্থক্যবোধ হওয়া পর্যন্ত।' (Al Bahūtī 2009, 4/ 275)

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যাচ্ছে, ফকীহগণ কেউই রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর বয়স নির্ধারণ করেননি। কেউ কেউ শিশু, আবার কেউ নবজাতক শব্দ ব্যবহার করেছেন। শিশু শব্দটি ব্যাপকার্থক। তবে হাম্বলী মাযহাবের সংজ্ঞাটি গ্রহণ করলে এ বিষয়ে জটিলতা এড়ানো সম্ভব। তাঁরা কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর বয়সের ব্যাপ্তি নির্ধারণ করেছেন জন্মকালীন সময় থেকে ভালোমন্দ পার্থক্যবোধ হওয়া পর্যন্ত। তাছাড়া তারা লাকীতের পরিসরও বিস্তৃত করেছেন। তাদের মতে পিতামাতা কর্তৃক নিগৃহীত ও কোন দুর্ঘটনাবশত তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন উভয় ধরনের শিশুকে লাকীত বলা হয়।

লাকীত পাওয়ার উৎসসমূহ

বর্তমান সমাজে বেওয়ারিশ শিশুর সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। প্রায়ই পথেঘাটে এসব অসহায় শিশুদের দেখা মেলে। কাউকে কাউকে বাঁচানো সম্ভব হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাঁচানো সম্ভব হয় না। বেওয়ারিশ শিশু প্রাপ্তির উৎসগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়:

ক. সাধারণ উৎস। যেমন:

১. দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তান ফেলে আসা;

২. পরপর কয়েকটি মেয়ে শিশু হলে ফেলে আসা;

৩. শিশু সন্তান চুরি করা;

৪. শিশুর পথ হারিয়ে ফেলা;

৫. যুদ্ধ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়।

খ. বিশেষ উৎস। যেমন:

১. ব্যভিচার;

২. পিতৃপরিচয় নির্ণয়ে ব্যর্থতা;

৩. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সন্দেহ (Abul Haiza 2006, 11-12)।

লাকীতকে উঠিয়ে নেয়ার বিধান

বেওয়ারিশ শিশুকে কুড়িয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে ইসলাম জাতি-ধর্ম-বর্ণ ইত্যাদির মধ্যে কোন পার্থক্য নির্দেশ করেনি। কারণ, এটি একজন মানুষের প্রতি আরেকজন মানুষের সহমর্মিতার প্রকাশ। মহান আল্লাহ মানুষকে সবচেয়ে সম্মানিত সৃষ্টি হিসেবে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তাই মানবসন্তানের পথেঘাটে আশ্রয়হীন অসহায় অবস্থায় মৃত্যু মোটেই কাম্য হতে পারে না।

বেওয়ারিশ শিশুকে তুলে নেয়ার বিধান সম্পর্কে আলিমদের মতভেদ রয়েছে। তবে এ বিষয়ে সকলেই একমত যে, মারা যাওয়ার আশঙ্কা আছে এমন শিশুকে তুলে নেয়া ফরয। যদি তুলে নেয়ার মত কেবল একজন লোক থাকে তাহলে এটা ফরযে আইন, নতুবা ফরযে কিফায়া (Al-Mausū'ah 1983, 35/ 311)।

মালিকী (Al-Dasūqī, 4/124), শাফি'ঈ (Al-Ramlī, 5/444; Al-Shirbīnī 1997, 2/540), হাম্বালী (Ibn Qudāmah N.D., 5/747; Al-Bahūtī N.D., 4/226) ফুকাহার মতে, পরিত্যক্ত শিশু তুলে নেয়া ফরযে কিফায়া। লোকদের কেউ একজন তুলে নিলে অন্যদের থেকে ফরয রহিত হয়ে যাবে। নতুবা সবাই গুনাহগার হবে। শাফি'ঈ মাযহাবের বিখ্যাত আলিম ইমাম আশ্-শিরবীনী বলেন,

التقاط المنبوذ فرض كفاية

পরিত্যক্ত শিশু উঠিয়ে নেয়া ফরজে কিফায়া। (Al-Shirbīnī 1997, 2/540)

তাঁরা এ মতের পক্ষে দলীল পেশ করেন যে, মহান আল্লাহ বলেন,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়ায় পরস্পরকে সহযোগিতা করো। (Al-Qurān, 5: 2)

তাছাড়া এতে জীবন বাঁচানোর ব্যাপারও আছে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

যে একটি প্রাণ বাঁচালো, সে যেন সমগ্র মানব জাতিকে বাঁচালো। (Al-Qurān, 5: 32)

হানাফী মাযহাব অনুসারে পরিত্যক্ত শিশুকে উঠিয়ে নেয়া মুস্তাহাব।

আল্লামা মারগীনানী বলেন,

والالتقاط مندوب إليه لما فيه من إحيايه وإن غلب على ظنه ضياعه فواجب

এমন শিশু উঠিয়ে নেয়া মুস্তাহাব। কারণ এতে শিশুটিকে বাঁচানো হয়। আর যদি ফেলে রাখলে মৃত্যুবরণ করার ধারণা প্রবল হয়, তবে উঠিয়ে নেয়া ওয়াজিব। (Al-Marghīnanī 1417H, 4/361)

অতএব, বেওয়ারিশ শিশুকে ফেলে রাখার চেয়ে উঠিয়ে নেয়া উত্তম। কারণ শিশুটিকে ফেলে রাখার অর্থ শিশুদের প্রতি মমতা ত্যাগ করা। যে ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের সম্মান করে না, তাকে মহানবী (স.) মুসলিমদের দলভুক্ত করেননি।' অতএব মমতার প্রকাশ হবে শিশুটিকে উঠিয়ে নিলে। এটা আল্লাহর উপর ঈমান আনার পর সর্বোত্তম কাজ।' (Al-Sarakhsī N.D., 10/209)

একবার পরিত্যক্ত শিশুকে উঠিয়ে নেয়ার পর তাকে পুনরায় আগের স্থানে ফেলে আসা নিষিদ্ধ। কারণ একবার উঠিয়ে নেয়ার পর শিশুটির রক্ষণাবেক্ষণ করা ব্যক্তির কর্তব্য হয়ে যায়। সে এরপর আগের স্থানে শিশুটিকে ফেলে আসতে পারে না (Al-Shāmī 2003, 6/423)।

মূলত চার মাযহাবের মতামতের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। হানাফীগণ মুস্তাহাব বললেও প্রাণহানির আশঙ্কা থাকলে ওয়াজিব বলেছেন। কেউ না কেউ লাকীতকে উঠিয়ে না নিলে প্রাণহানির আশঙ্কা থেকেই যায়। এদিক থেকে অন্য তিন মাযহাবপন্থীগণ ফরযে কিফায়া বলেছেন। ইসলাম সর্বাবস্থায় মানবকল্যাণকে অগ্রাধিকার দেয়। এজন্য চার মাযহাবেই লাকীতের জীবনরক্ষার বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে।

মুলতাকিতের শর্তাবলি

বেওয়ারিশ শিশুকে কুড়িয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে মুলতাকিতের কিছু শর্ত রয়েছে।

প্রথমত, মুলতাকিতকে অবশ্যই প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্কের হতে হবে। কোন পাগল বা বালক পরিত্যক্ত শিশু কুড়িয়ে নিলে সে তার অভিভাবক হবে না (Al-Hisnī 2001, 431)। কারণ তারা নিজেদেরই দেখাশোনা করতে পারে না, একটি শিশুর প্রতিপালনের দায়িত্ব পালন করা তো দূরের কথা। তাই কোন পাগল বা বালককে বেওয়ারিশ শিশুকে তুলে নিতে দেখলে শিশুটিকে নিয়ে শাসকের কাছে সোপর্দ করা ওয়াজিব।

দ্বিতীয়ত, মুলতাকিতের পুরুষ হওয়া শর্ত নয়। নারীরাও বেওয়ারিশ শিশুকে তুলে নিয়ে তার অভিভাবক হতে পারবে (Al-Hisnī 2001, 431)। মালিকী মাযহাব অনুসারে, স্ত্রীর ক্ষেত্রে কুড়িয়ে নিতে স্বামীর অনুমতি লাগবে। স্বামীর অনুমতি ছাড়া

কুড়িয়ে নিলে শাসককে শিশুটি দিয়ে দিতে পারবেন। স্বামীর উচিত লাকীতের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রেখে অনুমতি দেয়া।

তৃতীয়ত, দারুল ইসলামের ক্ষেত্রে মুলতাকিতের মুসলিম হতে হবে। সে মুসলিম না হলে শিশুটিকে তার কাছ থেকে নিয়ে নিতে হবে। এর কারণ হিসেবে ফকীহগণ বলেন, মুলতাকিতের লাকীতের উপর অভিভাবকত্ব সাব্যস্ত হয়। কিন্তু একজন কাফির কখনও মুসলিমের অভিভাবক হতে পারে না। তাই মুলতাকিতের মুসলিম হতে হবে (Sabāhī 2009, 799)।

অবশ্য হানাফীগণ এ মতের বিপরীতে অবস্থান নিয়ে বলেছেন, মুলতাকিতের মুসলিম হওয়া শর্ত নয়। মুসলিম, অমুসলিম নির্বিশেষে যে কেউ বেওয়ারিশ শিশুকে কুড়িয়ে নিতে পারবে (Al-Shāmī 2003, 6/423)।

চতুর্থত, মুলতাকিতের ন্যায়নিষ্ঠ হতে হবে। কোন পাপাচারী বেওয়ারিশ শিশুকে কুড়িয়ে নিলে শাসক শিশুটিকে ছিনিয়ে নেবেন। কারণ লালনপালন একটি আমানতের ন্যায়। আর পাপাচারীর আমানত নেই (Sabāhī 2009, 799)।

ইমাম নববীর মতে, কোন দাস মালিকের অনুমতি ছাড়া বেওয়ারিশ শিশু কুড়িয়ে নিলে তার কাছ থেকে নিয়ে নেয়া যাবে (Al-Suyūṭī 2001, 350)।

কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যই এসব শর্ত প্রয়োজন। এসব শর্ত পূর্ণ না হলে শিশুর ভবিষ্যত অনিশ্চিত ও আশঙ্কাপূর্ণ রয়ে যায়। এছাড়া বর্তমান যুগে শিশুদেরকে পাচার করা হচ্ছে, তাদেরকে জোরপূর্বক ভিন্ন ধর্মে দীক্ষিত করা হচ্ছে। শিশুদের দিয়ে মাদক পাচার, চোরাচালান, ভিক্ষাবৃত্তিসহ নানা ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড করানো হচ্ছে। এজন্য ফকীহদের এসব শর্ত মেনে চলা প্রয়োজন।

লাকীত কুড়িয়ে নেয়ার সময় সাক্ষী রাখার বিধান

লাকীত কুড়িয়ে নেয়ার সময় সাক্ষী রাখার বিধান সম্পর্কে ইমামগণের মতামত নিম্নরূপ:
মালিকীগণের মতে, মুলতাকিতের উচিৎ লাকীত কুড়িয়ে নেয়ার সময় সাক্ষী রাখা, যাতে সময়ের পরিক্রমায় সে ঐ সন্তানের পিতৃত্ব বা দাসত্ব দাবি করতে না পারেন। এমনটি হওয়ার ধারণা যদি বাস্তব বা প্রবল হয় সেক্ষেত্রে বরং সাক্ষ্য রাখা ওয়াজিব (Al-Dasūqī 1997, 4/ 126)।

শাফি'ঈদের বিশুদ্ধ মত হল শিশুকে কুড়িয়ে নেয়ার সময় সাক্ষী রাখা ওয়াজিব। যিনি কুড়িয়ে নিবেন, তিনি ন্যায়বান হিসেবে প্রসিদ্ধ হলেও এর ব্যাত্যয় হবে না (Al-Shirbīnī 1997, 2/ 540)। এর উদ্দেশ্য হল, তিনি যেন ভবিষ্যতে শিশুটিকে দাস না বানাতে পারেন অথবা তার বংশ পরিচয় বদলাতে না পারেন (Al-Ramlī 1997, 5/ 444)।

হাম্বালীদের মতে লুকতার মত পরিত্যক্ত শিশু কুড়িয়ে নেয়ার সময়ও মুলতাকিতের জন্য সাক্ষী রাখা মুস্তাহাব। এটা হল ব্যক্তির নিজেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য, যাতে পরবর্তীকালে তিনি ঐ শিশুটিকে দাস বানানোর ইচ্ছে না করেন। অনুরূপভাবে সম্পদ আত্মসাৎ থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য শিশুটির সাথে থাকা সম্পদের ব্যাপারেও সাক্ষী রাখা মুস্তাহাব (Al-Bahūti 1997, 4/ 229; Ibn Qudāmah, 5/756) ।

উপরোক্ত তিন মাযহাবের আলিমদের বক্তব্য অনুসারে মুলতাকিত সাক্ষী না রাখলে শিশুটির প্রতি তার অভিবাবকত্ব বর্তায় না। তখন শাসক ইচ্ছে করলে শিশুটিকে নিয়ে নিতে পারেন। অবশ্য শাসক ঐ ব্যক্তির কাছে শিশুটিকে অর্পণ করলে সাক্ষীর প্রয়োজন নেই। (Sabāhī 2009, 798)

বেওয়ারিশ শিশুকে কুড়িয়ে নেয়ার সময় সাক্ষী রাখা হলে ভবিষ্যতের অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এড়ানো যায়। এর মাধ্যমে যে ব্যক্তি কুড়িয়ে নেয়, তার জন্য শিশুটির লালনপালনে একটি নৈতিক বাধ্যবাধকতা আসে। এছাড়া ভবিষ্যতে শিশুটির প্রকৃত মাতাপিতার খোঁজ পাওয়া গেলে তাদের ফিরিয়ে দিতেও সাক্ষী রাখা সহায়ক হতে পারে।

লাকীতের ক্ষেত্রে মুলতাকিতই বেশি হকদার

লাকীতকে নিজের কাছে রাখার ব্যাপারে মুলতাকিতই বেশি হকদার। সে চাইলে নিজ থেকে অনুদান হিসেবে লাকীতের ভরণপোষণ ও লালনপালনের ব্যবস্থা করবে অথবা লাকীতের ব্যাপারটি আদালতে উত্থাপন করবে। আদালত কোনো ব্যক্তিকে বাইতুল মালের খরচায় লাকীতকে লালনপালনের নির্দেশ দেবে। কারণ, সকল মুসলমানের প্রয়োজন পূরণেই বাইতুল মাল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এসব বিধান তখনই প্রযোজ্য হবে যখন লাকীতের কোনো সম্পদ থাকবে না। যদি তার সম্পদ থাকে, যেমন মুলতাকিত তার সঙ্গে সম্পদও পেয়েছে, তাহলে তার সম্পদ থেকেই সব খরচ মেটানো হবে। যেহেতু সে বাইতুল মালের মুখাপেক্ষী নয়, তাই বাইতুল মালে তার অধিকার সাব্যস্ত হবে না। এটা ফকীহগণের সর্বসম্মত মত (Al-Zuhaylī 1984, 6/4852)।

মুলতাকিত যদি বিচারকের অনুমতি নিয়ে লাকীতের জন্য খরচ করে তাহলে লাকীত প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তার থেকে তা ফিরিয়ে নিতে পারবে। বিচারকের অনুমতি ছাড়া খরচ করলে তা ফিরিয়ে নিতে পারবে না; বরং তা অনুদান হিসেবে বিবেচিত হবে (Ibid.)।

লাকীতের ও তার সম্পদের ওপর কর্তৃত্ব

লাকীতের নিজের ও তার সম্পদের ওপর শাসক কর্তৃত্ব করবেন। তার সুরক্ষা, শিক্ষা, ভরণ-পোষণ, বিবাহ, তার সম্পদে হস্তক্ষেপ - সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করবেন শাসক। কেননা রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

السلطان ولي من لا ولي له

যার কোনো অভিভাবক নেই শাসকই তার অভিভাবক (Al-Tirmidī 1417H, 1102)।

লাকীতকে বিবাহদান বা তার সম্পদে হস্তক্ষেপ করার অধিকার মুলতাকিতের নেই।

শাসক লাকীতের বিয়ে দিলে বাইতুল মাল (সরকারি কোষাগার) থেকে দেনমোহরের টাকা প্রদান করা হবে, যদি লাকীতের নিজের সম্পদ না থাকে। তার নিজের সম্পদ থাকলে সেখান থেকেই দেনমোহরের ব্যবস্থা করা হবে। একইভাবে বাইতুল মাল থেকে তার খাদ্য ও পোশাক, চিকিৎসা ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। অন্যান্য যা খরচ লাগবে সেটাও সরকারি তহবিল থেকেই দেওয়া হবে। উমর ইবনুল খাত্তাব ও আলী ইবনে আবু তালিব রা. থেকে এই বক্তব্যই বর্ণিত হয়েছে। কারণ বাইতুল মাল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই ধরনের মুখাপেক্ষীদের ব্যয়ভার বহন করার জন্যই। যেমন, সম্পদহীন পঙ্গু ব্যক্তির দায়-দায়িত্বও বাইতুল মালকে বহন করতে হয়। তাছাড়া লাকীতের মিরাস (যদি তার উত্তরাধিকারী না থাকে) বাইতুল মালই পায়। আর লাভবান হতে হলে দায়ও নিতে হবে। অর্থাৎ, বাইতুল মাল লাকীতের দায় বহন করবে এবং তার মিরাস ও দিয়াতের (কেউ তাকে হত্যা করে ফেললে তার রক্তপণ) অধিকারী হবে (Al-Zuhaylī 1984, 6/4853)।

বেওয়ারিশ শিশুর ধর্ম পরিচয়

পড়ে থাকা শিশুটি মুসলিম নাকি অমুসলিম মাতাপিতার সন্তান, তা বোঝার কোনো উপায় নেই। ফকীহগণ কুরআন ও হাদীস থেকে এ সম্পর্কে সমাধান দিয়েছেন। তাঁদের সাধারণ মত হল, কুড়িয়ে পাওয়া শিশু স্বাধীন ও মুসলিম হিসেবে গণ্য হবে। উদ্ধারকারী ব্যক্তি দাস হোক বা স্বাধীন হোক, মুসলিম হোক বা অমুসলিম হোক এতে বিধানের কোন পরিবর্তন হবে না। মুসলিম দেশের অধিবাসী হিসেবে এ শিশুটি মুসলিম হিসেবেই গণ্য হবে (IFB 2009, 5/ 414)।

কোন ভিত্তিতে কুড়িয়ে পাওয়া শিশুকে মুসলিম অথবা কাফির বলা হবে তা নিয়ে ফকীহদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন কুড়িয়ে পাওয়ার দেশ দারুল ইসলাম বা দারুল হারব হওয়া, কুড়িয়ে নেয়া ব্যক্তির মুসলিম বা কাফির হওয়া।

হানাফীগণের মতে, কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর অবস্থা নিম্নোক্ত চার ধরণের হতে পারে:

ক. কোন মুসলিম তাকে মুসলিম দেশ অথবা তাদের কোন গ্রামে খুঁজে পেতে পারে। এ অবস্থায় লাকীতের মুসলিম হওয়ার ব্যাপারে রায় দিতে হবে। এমনকি সে মারা গেলে তাকে গোসল দিয়ে জানাযা দিতে হবে এবং মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করতে হবে।

খ. কোন যিম্মী তাকে ইহুদীদের উপাসনালয়, খ্রিস্টানদের গির্জা অথবা মুসলিম বিহীন কোন গ্রামে খুঁজে পেতে পারে। এ অবস্থায় বাহ্যিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রেখে লাকীতকে যিম্মী বলা হবে।

গ. কোন মুসলিম তাকে ইহুদীদের সিনাগগ, খ্রিস্টানদের গির্জা অথবা যিম্মীদের কোন গ্রামে খুঁজে পেতে পারে। এক্ষত্রেও শিশুটি যিম্মী হিসেবে গণ্য হবে।

ঘ. কোন যিম্মী শিশুটিকে কোন মুসলিমদের কোন শহর অথবা গ্রামে খুঁজে পেতে পারে। এক্ষত্রে শিশুটি মুসলিম হিসেবে ধর্তব্য হবে (Al-Kasānī, 6/198; Al-Sarakhsī, 10/215)।

মালিকীদের মতে, মুসলিমদের দেশে কোন বেওয়ারিশ শিশু পাওয়া গেলে তাকে মুসলিম গণ্য করতে হবে। এক্ষেত্রে মুলতাকিত মুসলিম হোক বা কাফির হোক তা বিবেচ্য নয়। আবার এমন কোন গ্রামে তাকে পেলে, যেখানে দুই তিন ঘর ছাড়া কোন মুসলমান নেই, সেক্ষেত্রে ইসলামকে প্রাধান্য দিয়ে শিশুটিকে মুসলিম মনে করতে হবে। এক্ষেত্রে শর্ত হল- মুলতাকিতকে মুসলিম হতে হবে। কিন্তু মুলতাকিত যিম্মী হলে প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী শিশুটিকে কাফির মনে করতে হবে। আশহাব রহ.-এর বিপরীত মত দিয়েছেন। তাঁর মতে, শিশুটিকে মুসলিম বা কাফির যেই কুড়িয়ে নিক না কেন, তাকে মুসলিম হিসেবেই ধরতে হবে (Al-Khurashī 1997, 7/132)।

কোন কোন বর্ণনায় কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর পোশাক পরিচ্ছদ ও চিহ্নকে আমলে নিতে বলা হয়েছে। কারণ এগুলোও প্রমাণ। মহান আল্লাহ বলেন,

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ

আত্মসম্মানবোধে না চাওয়ার কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে, আপনি তাদেরকে লক্ষণ দেখে চিনতে পারবেন। (Al-Qurān, 2: 273)

তিনি আরও বলেন,

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ

অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের লক্ষণ থেকে, তারপর তাদের পাকড়াও করা হবে মাথার সামনের চুল ও পা ধরে। (Al-Qurān, 55: 41)

শাফিঈ ও হাম্বলীদের মতে, এখানে শিশুটিকে যে দেশে পাওয়া গেছে, সেটাই ধর্তব্য। তাকে দারুল ইসলামে পাওয়া গেলে দেশ অনুযায়ী তার মুসলিম হওয়ার ব্যাপারে ফয়সালা দেওয়া হবে। তাদের কাছে দারুল ইসলাম হল,

ক. এমন দেশ যেখানে মুসলিমরা বসবাস করে। সেখানে অধীন যিম্মীগণ থাকতে পারে।

খ. এমন দেশ যেটা মুসলিমরা জয় করেছে এবং কাফিরদের সাথে সন্ধি করে অধিকার করেছে।

গ. এমন দেশ, যেটা মুসলিমরা শক্তিপ্রয়োগ করে জয় করেছে এবং অধিবাসীদের জিযিয়া দিতে বাধ্য করেছে।

ঘ. এমন দেশ যেখানে মুসলিমরা বাস করত, এরপর কাফিররা তাদের সেখান থেকে উচ্ছেদ করেছে।

এমন দেশে প্রাপ্ত লাকীতকে মুসলিম হিসেবে গণ্য করা হবে (Al-Shirbīnī 1997, 2/ 540; Al-Bahūtī 1997, 4/ 229; Ibn Qudāmah N.D., 5/756)।

এ প্রসঙ্গে শায়খ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আল খাতীব আশ্-শিরবীনী বলেন, 'বেওয়ারিশ শিশুকে যখন এমন দারুল ইসলামে পাওয়া যায়, যেখানে যিম্মী আছে অথবা এমন দেশ, যেটা মুসলিমরা জয় করে কাফিরদের সাথে সন্ধি করেছে অথবা জিযিয়া নিয়েছে এবং সেখানে মুসলিম রয়েছে, সেক্ষেত্রে শিশুটি মুসলিম হিসেবে গণ্য হবে।' (Al-Shirbīnī 1997, 2/ 540)

অতএব, লকীতকে যে দেশে পাওয়া গিয়েছে, সেখানে কোন মুসলিম না থাকলে এবং কেবল কাফির থাকলে লাকীতকেও কাফির হিসেবে গণ্য করা হবে। কিন্তু দারুল কুফর হলেও তাতে যদি ব্যবসায়ী বা যুদ্ধবন্দী হিসেবে মুসলিমরা থাকে, তাহলে শাফিঈদের বিশুদ্ধ মত ও হাম্বলীদের কাছে সম্ভাবনা অনুযায়ী ঐ লকীতকে মুসলিম হিসেবে গণ্য করা হবে। শাফিঈদের অপর মত ও হাম্বলীদের আরেকটি সম্ভাবনা অনুযায়ী শিশুটিকে দেশ ও অধিবাসীদের অধিকাংশ কাফির হওয়ার দিকে লক্ষ্য রেখে কাফির হিসেবে গণ্য করা হবে।

বেওয়ারিশ শিশুকে কেউ সন্তান হিসেবে দাবি করলে করণীয়

বেওয়ারিশ শিশু নিজের মাতাপিতাকে চিনে সনাক্ত করতে পারে না। তাই বেওয়ারিশ শিশুকে কেউ নিজ সন্তান হিসেবে দাবি করলে প্রথমে তার ধর্ম পরিচয় দেখতে হবে। সে হয় মুসলিম নয়তো যিম্মী হবে। দাবিকারী মুসলিম হলে কোন প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারুক আর না পারুক তার দাবি মেনে নেয়া হবে এবং বেওয়ারিশ শিশুর বংশ পরিচয় তার সাথে সংযুক্ত হবে। স্বয়ং মুলতাকিতও এ দাবি করতে পারেন। বেওয়ারিশ শিশুর জন্য এটাই কল্যাণকর (Al-Suyūṭī 2001, 5/437; Ibn Qudāmah N.D., 5/763; Al-Kasānī, 6/199)।

তবে দাবিকারী যিম্মি হলে তার ক্ষেত্রে তিনটি মত রয়েছে:

প্রথম মত, কোন প্রমাণ দেখানো ছাড়া তার দাবি গ্রাহ্য করা হবে না। এটা মালিকী, শাফেঈ ও জাহিরীগণের মত।

দ্বিতীয় মত, দাবিকারী যিম্মী হলেও প্রমাণ ছাড়াই শিশুটির সাথে তার বংশ পরিচয় সাব্যস্ত হবে। হানাফী, হাম্বলী এবং শাফেঈগণের একটি মত এটাই।

তৃতীয় মত, দাবিকারী যিম্মী হলে তার দাবি গ্রহণ করা হবে না। তার সাথে শিশুটির বংশ পরিচয়ও সাব্যস্ত হবে না। এটা হাম্বলীদের একাংশের অভিমত (Sabāhī 2009, 806-807)।

একাধিক ব্যক্তি কুড়িয়ে পাওয়া শিশুটিকে দাবি করলে তাদের মধ্যে যিনি প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারবেন, তিনিই শিশুটিকে পাবেন। যদি এ ব্যাপারে প্রত্যেকে

প্রমাণ দেখাতে পারে অথবা কেউই প্রমাণ দেখাতে না পারে তাহলে কোন নিদর্শনের ভিত্তিতে কোন ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেয়া সম্ভব হলে তার সাথেই শিশুটির বংশ পরিচয় সাব্যস্ত হবে। যেমন শিশুটির বয়স বা কোন বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা অথবা তার সাথে কোন সাদৃশ্য দেখানো (Sabāhī 2009, 807)।

যদি দু'ব্যক্তি আগে পরে লাকীতের পিতা হওয়ার দাবি করে তাহলে যে আগে দাবি করেছে, তার দাবিই ধর্তব্য হবে (IFB 2009, 5/ 416)।

হানাফীদের মতে, দুব্যক্তি যদি এমন দাবি করে যে, বেওয়ারিশ শিশুটি তাদের এবং তাদের কারোই কোন প্রমাণ না থাকে, তখন তাদের ধর্ম পরিচয় দেখতে হবে। তাদের একজন মুসলিম এবং একজন যিম্মী হলে মুসলিমকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কারণ সেই শিশুটির জন্য বেশী উপকারী হবে। একইভাবে তাদের একজন দাস এবং অপরজন স্বাধীন হলে স্বাধীন ব্যক্তিকে দাবির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কারণ শিশুটির জন্য সেই বেশী উপকারী।

কিন্তু দুজনই মুসলিম হলে এবং তাদের একজন শিশুটির দৈহিক কোন আলামত বর্ণনা করলে সে ব্যক্তিকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। কারণ একসাথে দুটি দাবি আসলে উভয়ের মধ্যে অগ্রাধিকারের যোগ্যটিকে অগ্রাধিকার দেয়া ওয়াজিব। এক্ষেত্রে আলামত বর্ণনার জন্য প্রথম ব্যক্তির উপর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। আলামতের উপর আমল করার দলীল হল মহান আল্লাহর এই বাণী:

> وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ
>
> সেই নারীর পরিবারের একজন সাক্ষ্য দিল, যদি তার জামার সামনে থেকে ছিন্ন করা হয়ে থাকে, তাহলে নারীটি সত্য বলছে এবং পুরুষটি মিথ্যাবাদী। কিন্তু তার জামা যদি পিছন দিক থেকে ছিন্ন করা হয়ে থাকে, তাহলে নারীটি মিথ্যা বলেছে এবং পুরুষটি সত্যবাদী (Al-Qurān, 12: 26)।

কোন বিবাহিত নারী কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর মাতৃত্ব দাবির করে যদি বলে, 'সে আমার সন্তান', তাহলে তার দাবি কোন প্রমাণ ছাড়া মেনে নেয়া হবে না। কারণ, তার এমন পুত্রত্ব দাবির মধ্যে স্বামীর উপর বংশধারা সাব্যস্ত করতে হয়। অবশ্য সে প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারলে তার দাবি মেনে নেয়া হবে (Al-Mausū'ah 1983, 35/ 321)।

আল্লামা ইবনে আবিদীন শামী এ ব্যাপারে বলেন, কোন সধবা মহিলা যদি লাকীতের ব্যাপারে দাবি করে যে, সে তার পুত্র এবং স্বামী যদি তার এ দাবি সত্যায়ন করে অথবা সে কোন প্রমাণ উপস্থাপন করে, তাহলে তার এ দাবি মেনে নেয়া হবে। অন্যথায় তার দাবি মানা হবে না। স্বামীহীন মহিলা যদি এ দাবি করে, তাহলে তার এ

দাবির পক্ষে দুজন পুরুষের সাক্ষ্য অপরিহার্য। তাহলে তার দাবি প্রমাণিত হবে, নতুবা নয়। যদি দুই মহিলা নিজেদের কুড়িয়ে পাওয়া শিশুটির মা বলে দাবি করে এবং তাদের কোন একজন নিজের দাবির পক্ষে প্রমাণ পেশ করে, তাহলে শিশুটির লালনপালনে সেই অগ্রাধিকার পাবে। আর উভয়েই প্রমাণ দেখালে শিশুটি উভয়ের বলে গণ্য করা হবে (Al-Shāmī 2003, 6/424)।

দুজন নারী একইসাথে নিজেদের কুড়িয়ে পাওয়া শিশুটির মাতা দাবি করলে তার বিধান কি হবে তা নিয়ে ফকীহদের মধ্যে দুটি মত দেখা যায়। যথা:

প্রথম মত: হানাফীদের ঐক্যমতে উভয় নারীর মধ্যে যে প্রমাণ দিতে পারবে, শিশুটি তার সন্তান বলে ধর্তব্য হবে। কিন্তু দুজনেই যদি প্রমাণ উপস্থাপন করে তাহলে সে উভয়ের সন্তান বলে গণ্য হবে। এটা ইমাম আবু হানিফার মত। কিন্তু ইমাম আবু ইউসূফের মতে সে কারোরই সন্তান হবে না। ইমাম মুহাম্মদ থেকে দুটি বর্ণনা রয়েছে। একটি হল সে উভয়ের সন্তান হবে, অপরটি হল সে কারোরই সন্তান হবে না।'

দ্বিতীয় মত: উভয় নারী প্রমাণ দেখাক আর না দেখাক, একটি শিশুকে দুজনের দিকে সম্পৃক্ত করা যাবে না (Abul Haiza 2006, 67-68)।

বেওয়ারিশ অথবা কুড়িয়ে পাওয়া শিশুকে কেউ নিজের বলে দাবি করলে পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিত্তিতে ফকীহগণ উপরোক্ত মতগুলো দিয়েছেন। বর্তমান যুগে ডিএনএ টেস্ট করার মাধ্যমে সহজেই কোন ধরনের সাক্ষ্যপ্রমাণ ছাড়া শিশুর পিতৃ-মাতৃপরিচয় নির্ধারণ করা যায়। এজন্য ইমাম শামীসহ ফকীহগণ সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপনের যে শর্ত উল্লেখ করেছেন, ডিএনএ টেস্ট তার বিকল্প হতে পারে।

লাকীতের অধিকার

ইসলামী শরীয়ত কুড়িয়ে পাওয়া শিশুকে মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেনি বরং তার কল্যাণে সব ধরণের ব্যবস্থা নিয়েছে। ইসলামী শরীয়তে এমন শিশুর অধিকারসমূহ নিম্নরূপ:

১. তাকে রাস্তায় ফেলে রাখা যাবে না। তাকে উঠিয়ে নেয়া ফরয।

২. শিশুটি পুরুষ হলে বায়তুল মাল থেকে উপার্জনক্ষম হওয়া পর্যন্ত যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করা হবে। শিশুটি নারী হলে বিয়ে হওয়া পর্যন্ত বায়তুল মাল থেকে ভরণপোষণ করা হবে।

৩. শিশুটি স্বাধীন। সে মারা গেলে তার সম্পদ বায়তুল মালে জমা হবে।

এমন শিশুর বংশ স্পষ্ট কোন প্রমাণ ছাড়া মুলতাকিত অথবা অন্য কারও দিকে সম্পৃক্ত করা যাবে না (Abu Muailak, 2006, 17)।

মুলতাকিতের কর্তব্য

যে ব্যক্তি বেওয়ারিশ শিশুকে কুড়িয়ে নিয়েছে, সেই ঐ শিশুর হিফাজতের অধিক হকদার। শিশুটি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত তার তত্ত্বাবধানেই থাকবে। এ সময় সে শিশুটিকে ধর্ম শিক্ষা দেবে এবং সমুদয় কল্যাণ সাধন করবে। কেউ তার থেকে জোরপূর্বক তাকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। অবশ্য সরকার ইচ্ছে করলে নিতে পারবে। কিন্তু না নেওয়াই উত্তম। কেউ যদি প্রাপকের নিকট থেকে লাকীতকে জোরপূর্বক নিয়ে যায় এবং এর জন্য মুলতাকিত আদালতে মামলা দায়ের করে, তাহলে এ সন্তানকে তাকে ফেরত দেয়ার রায় দেবেন। কিন্তু সে যদি নিজেই স্বেচ্ছায় অন্য কারও কাছে শিশুটিকে দিয়ে দেয়, তাহলে সে আর এ সন্তান ফেরত পাবে না (IFB, 5/ 414)।

মুলতাকিতের জন্য তাকে বেচাকেনা কিংবা বিবাহ-শাদী ইত্যাদি করানো বৈধ নয়। এমনকি তাকে খৎনা করানোও জায়িয নেই। যদি সে তাকে খতনা করায় এবং এতে সে মারা যায়, তাহলে তাকে জরিমানা দিতে হবে। তাকে কোন মজুরীর কাজে নিয়োগ করাও জায়িয নেই।

তার কাছে কোন মালামাল থাকলে মুলতাকিত সেটা ব্যবসার কাজে বিনিয়োগ করতে পারবে। একইভাবে কেউ তাকে সদকা দিলে বা উপহার দিলে তার পক্ষ হয়ে মুলতাকিত গ্রহণ করতে পারবে (IFB, 5/ 415)।

লাকীতের নামকরণ ও বংশ পরিচয়

কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর বংশ পরিচয় বা মাতাপিতার নাম জানা সম্ভব হয় না। এজন্য তাকে এমন নাম দিতে হবে, যা বিশেষ কোন বংশ, গোত্র বা পরিবারকে নির্দেশ করে না। কুড়িয়ে পাওয়া শিশুকে স্বীয় পিতা ছাড়া অন্যের প্রতি সম্পৃক্ত করাও নিষেধ। মহান আল্লাহ বলেন,

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃপরিচয়ে ডাকো। আল্লাহর কাছে এটাই বেশি ন্যায়সঙ্গত। যদি তোমরা তাদের পিতৃপরিচয় না জানো, তবে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই এবং বন্ধু। আর এ ব্যাপারে তোমরা কোন অনিচ্ছাকৃত ভুল করলে তোমাদের কোন অপরাধ নেই; তবে তোমাদের অন্তর যা স্বেচ্ছায় করেছে, (তা অপরাধ), আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (Al-Qurān, 33: 5)

ড. আলী জুম'আ অনাথ অথবা বংশপরিচয়হীন শিশুর নামের সাথে তার রক্ষণাবেক্ষণকারীর পারিবারিক উপাধি লাগানোর পক্ষে মত দিয়েছেন। কারণ এতে শিশুটির ঐ পরিবারের সাথে সম্পৃক্ততাকেই বুঝায়, কোন ব্যক্তিবিশেষের সন্তান

বোঝায় না। এটা অনেকেটা প্রাচীন আরবে প্রচলিত মৈত্রীর ভিত্তিতে গোত্রের লকব ধারণের মত (Abul Haiza 2006, 57)।

লাকীতের ভরণপোষণ

ফকীহগণের ঐক্যমতে কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর সাথে কোন সম্পদ পাওয়া গেলে তার ভরণপোষণ সেটা দিয়েই চালাতে হবে। এই সম্পদ হতে পারে কিছু টাকা, স্বর্ণালঙ্কার, পরিধেয় পোশাক, নিচে বিছানো চাদর অথবা পাশে বেঁধে রাখা কোন বাহন। শিশুটি কারও সম্পদের দাবিদার হলেও সেটা তার সম্পদ হিসেবে ধর্তব্য হবে। যেমন কোন ব্যক্তি সাধারণভাবে লাকীতদের জন্য অসিয়্যত করে গেল অথবা ওয়াকফ করে গেল (Al-Mausū'ah 1983, 35/ 322)।

তবে ইমাম শাফেঈর মতে, কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর সাথে প্রাপ্ত সম্পদ খরচ করতে হলে শাসকের অনুমতি লাগবে (Abul Haiza 2006, 78)।

শিশুটির নিজস্ব কোন সম্পদ না থাকলে এবং লাকীতদের জন্য কোন অসিয়্যতকারী অথবা ওয়াকফকারী পাওয়া না গেলে তার ব্যয়ভার বায়তুল মাল থেকে বহন করা হবে। কারণ ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, উমর রা. এর খিলাফতকালে আবু জামীলা নামের একজন নেককার ব্যক্তি একটি শিশুকে কুড়িয়ে নিয়েছিলেন। তখন উমর রা. বলেছিলেন,

اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته

যাও, এই কুড়িয়ে পাওয়া শিশুটি স্বাধীন। তুমি তার অভিভাবক, তার ব্যয়ভার আমাদের (Baihaqī 2002, 12133)।

এটাই হানাফী, মালিকী এবং হাম্বালীদের মত। শাফি'ঈদের বেশিরভাগের মত এটাই। যেমন ইবন কুদামাহ বলেন, 'পরিত্যক্ত শিশুর সাথে তার খরচ চালানোর মত কিছু পাওয়া না গেলে বায়তুল মাল থেকে ভরণপোষণ করতে হবে' (Ibn Qudāmah N.D., 5/ 751)।

তবে তাদের কারও কারও মতে বায়তুল মাল থেকে তার ব্যয়ভার বহন করা হবে না। বায়তুল মাল অথবা অন্য কারও থেকে তার জন্য ঋণ নেয়া হবে। কারণ শিশুটির কোন সম্পদ বের হওয়া অসম্ভব নয় (Al-Mausū'ah 1983, 35/ 322)।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মুলতাকিত কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর জন্য খরচ করেন। জমহুরে ফুকাহার মতে মুলতাকিত আল্লাহর ওয়াস্তে শিশুটির জন্য খরচ করলে তাকে আর সেটা ফিরিয়ে দেয়া হবে না। তবে সে যদি শাসককে জানিয়ে ঋণ হিসেবে খরচ করলে তাকে সমপরিমাণ সম্পদ ফিরিয়ে দেয়া হবে। শাসককে না জানালে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না (Abul Haiza 2006, 89)।

লাকীতের উত্তরাধিকার

জমহুরে ফুকাহার মতে, লাকীত কোন উত্তরাধিকার রেখে গেলে তার সম্পদ সেই পাবে। তার উত্তরাধিকারীদের দেয়ার পরও কোন সম্পদ থাকলে সেটা বায়তুল মালে জমা দেয়া হবে।

লাকীতের কোন উত্তরাধিকার না থাকলে ফকীহদের ঐক্যমতে তার পরিত্যক্ত সম্পদ বায়তুল মালে জমা হবে। অবশ্য ইসহাক ইবন রাহওয়াইহ রহ. এ মত প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন, 'লাকীতের সম্পদ মুলতাকিত পাবে।' (Abul Haiza 2006, 82)

লাকীত মারা যাওয়ার পর কেউ এসে নিজেকে তার পিতা পরিচয় দিয়ে সম্পদ দাবি করলে কোন প্রমাণ ছাড়া তাকে লাকীতের সম্পদ দেয়া যাবে না (Al-Shāmī 2003, 6/426)।

অপরাধ ও শাস্তির বিধান

কুড়িয়ে পাওয়া শিশু পরবর্তীতে ভুলক্রমে কোন অপরাধ করলে এর জরিমানা বায়তুল মাল থেকে দেয়া হবে। কারণ তার যাবতীয় ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব বায়তুল মালের। অপরাধটি ইচ্ছাকৃত হলে তার হুকুম সাধারণ লোকের মত। অর্থাৎ সে প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্কের হলে কিসাস আদায় করা হবে নতুবা তার সম্পদ থেকে দিয়ত দিতে হবে। তার সম্পদ না থাকলে অন্যান্য ঋণের মত সম্পদশালী না হওয়া পর্যন্ত এটা তার যিম্মায় থাকবে (Al-Mausū'ah 1983, 35/ 324)।

লাকীতের উপর কেউ অপরাধ করলে যেমন তাকে ভুলক্রমে হত্যা করা হলে এর দিয়াত বায়তুল মালে যাবে। কারণ বায়তুল মালই তার অন্যান্য সম্পদের উত্তরাধিকার। তার কোন উত্তরাধিকার না থাকলে এটা প্রযোজ্য হবে। কিন্তু তার কোন উত্তরাধিকার থাকলে যেমন স্ত্রী, তখন স্ত্রী এক চতুর্থাংশ পাবে এবং বাকী অংশ বায়তুল মালে জমা হবে। লাকীতকে কেউ শত্রুতাবশত ইচ্ছে করে হত্যা করলে শাসক তার অভিভাবক। কারণ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

السلطان ولي من لاولي له

'যার কোন অভিভাবক নেই, সুলতানই তার অভিভাবক।' এই হাদীসের ভিত্তিতে সুলতান ইচ্ছে করলে হত্যাকারীর কিসাস নিতে পারেন অথবা দিয়াত নিতে পারেন। ইমাম আবু হানিফা, মুহাম্মদ এবং শাফিঈ ও হাম্বলী মাযহাবর মত এটাই। ইমাম আবু ইউসূফ দ্বিমত পোষণ করে বলেছেন, 'হত্যাকারীকে নিজ সম্পদ থেকে দিয়াত দিতে হবে, তার কিসাস করা যাবে না' (Al-Mausū'ah 1983, 35/ 324-325)।

লাকীত ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশে লাকীত তথা বেওয়ারিশ শিশু পাওয়ার হার গত কয়েক বছর ধরে অস্বাভাবিক হারে বেড়ে গেছে। বিশেষত শহরাঞ্চলে বিগত কয়েক বছরে অনেক বেওয়ারিশ শিশুর লাশ পাওয়া গেছে। ঢাকা মেডিকেল ও আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামের একটি তথ্যমতে, শুধু ঢাকাতেই বছরে শতাধিক নবজাতক শিশুর লাশ উদ্ধার করা হয়

(Porosh 2015, 1)। এসব শিশুর বেশিরভাগই কন্যাসন্তান। ঢাকা মেডিকেলের ফরেনসিক মেডিকেল বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. সোহেল মাহমুদ জানিয়েছেন, মাসে অন্তত সাত-আটটি নবজাতকের লাশের ময়নাতদন্ত করতে হয়, তাদের বেশির ভাগ কন্যাসন্তান' (Porosh 2015, 1)। এসব নবজাতকের এমন করুণ মৃত্যুর পেছনে জড়িতদের খুঁজে পাওয়াও সম্ভব হয় না। শিশুদের লাশ পাবার পর থানায় জিডি অথবা মামলা করা হয়। কিন্তু দায়ী কাউকে খুঁজে না পাওয়ায় আদালতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করে দেয়া হয়।

জীবিত নবজাতক পাওয়া গেলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের নিঃসন্তান দম্পত্তির কাছে হস্তান্তর করা হয়। তারা নিজেদের সন্তান হিসেবে একে লালনপালন করেন। কুড়িয়ে পাওয়া বা ছিন্নমূল শিশুর বয়স একটু বেশি হলে তাদের ঠাঁই মেলে সরকারি প্রতিষ্ঠান ছোটমণি নিবাস-এ।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদফতর পরিচালিত শিশুদের এ আশ্রয়স্থলটি বিশেষভাবে পরিত্যক্ত শিশুদের জন্যই নির্ধারিত। এর প্রধান কার্যালয় ঢাকায় হলেও চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বরিশাল, খুলনা ও সিলেটে পৃথক শাখা রয়েছে (msw.gov.bd, 2019)।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কিছু প্রস্তাবনা

এদেশে প্রায়ই পথেঘাটে নবজাতক শিশুর মৃতদেহ পাওয়া যায়। কখনও কখনও তাদের জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অবহেলায় অথবা পশুপাখির আক্রমণে তাদের মৃত্যু ঘটে। ইসলামী শরীয়তের আলোকে মাতাপিতার পরিচয়হীন পথশিশুরাও লাকীতের অন্তর্ভুক্ত। তাদের সংখ্যাও নেহায়েত কম নয়। এসব দিক বিবেচনায় নিয়ে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে:

১. কুড়িয়ে পাওয়া শিশুদের জন্য বিশেষায়িত এতিমখানা তৈরী। দেশে এমন কিছু এতিমখানা রয়েছে। যেমন আজিমপুরের ছোট্টমণি নিবাস। তবে এর সংখ্যা অপ্রতুল।

২. সরকারিভাবে ন্যায়পরায়ন সৎ ব্যক্তিদেরকে শিশুদের লালনপালনের দায়িত্ব দেয়া এবং সরকারের ব্যয়ভার বহন করা।

৩. শিশু অধিকার আইনের আওতায় ইসলামী শরীয়তের আলোকে বেওয়ারিশ শিশু প্রতিপালন সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন করা।

৪. সরকারিভাবে এসব শিশুর প্রতিপালন সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে কি না, তা পর্যবেক্ষণ করা।

৫. এসব শিশুর মৌলিক অধিকার হরণ করা হলে অথবা কোন শিশুশ্রমে বাধ্য করা হলে প্রয়োজনীয় দণ্ডবিধি নির্ধারণ করা।

৬. তাদের সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিত করা।

শিশুদেরকে লালনপালনের জন্য গ্রহণ করা অত্যন্ত প্রশংসনীয় কাজ। এটা মানবিকতার প্রকাশ। পারলৌকিক দিক থেকেও এটি গুরুত্বপূর্ণ। মহান আল্লাহ বলেন,

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়ায় পরস্পরকে সাহায্য করবে। (Al-Qurān, 5: 2)

পথ থেকে একটি শিশুকে কুড়িয়ে নেয়ার অর্থ তার জীবন রক্ষা করা। একটি জীবন রক্ষার চেয়ে বেশী সৎকর্ম আর কিসে হতে পারে। কারণ মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعا

আর কেউ কারও প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল। (Al-Qurān, 5: 32)

তাই সর্বসাধারণের কুড়িয়ে পাওয়া শিশুদের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া উচিত। সেইসাথে লক্ষ্য রাখতে হবে, তাদের প্রতি যেন কখনও কোন রূঢ় অথবা কর্কশ আচরণ না করা হয়। কারণ আল কুরআনে ইয়াতীমদের ধমক দিতে নিষেধ করা হয়েছে। ইয়াতীমের মা থাকতে পারে। মা না থাকলেও অন্তত বংশ পরিচয় থাকে, বংশীয় লোকজন থাকে। এদিক থেকে কুড়িয়ে পাওয়া শিশু একান্তই অসহায়। একমাত্র মহান আল্লাহ ছাড়া দুনিয়ায় তার আর কেউ নেই। তাই তার অধিকারসমূহের ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্কতা ও তাকওয়া অবলম্বন করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

গবেষণার ফলাফল

উক্ত প্রবন্ধে প্রমাণিত হয়, ইসলাম বেওয়ারিশ শিশুদের সংজ্ঞা নিরুপন করে তাদের স্বাধীন ও সম্মানজনকভাবে বেঁচে থাকার অধিকার দিয়েছে। বেওয়ারিশ শিশুরা পিতৃপরিচয়ধারী শিশুদের মতোই স্বাভাবিক জীবনযাপন করবে, তাদের মাঝে কোন বৈষম্য ইসলাম সমর্থন করে না। এছাড়া ইসলামী শরীয়তে বেওয়ারিশ শিশুদের ভরণপোষণ, উত্তরাধিকারের দাবি, ধর্মপরিচয়, নামকরণ, বংশপরিচয়, অপরাধের শাস্তি ইত্যাদি সম্পর্কে স্পষ্ট বিধান দিয়েছে। এক্ষেত্রে শরীয়তের মূলনীতি হলো জনকল্যাণ। বাংলাদেশের বেওয়ারিশ শিশুদের ক্ষেত্রে ইসলামী নির্দেশনা প্রয়োগ করলে তাদের সুন্দর ভবিষ্যত নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

উপসংহার

বেওয়ারিশ শিশু সমাজের ভঙ্গুর নৈতিক কাঠামোর সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু এটি এড়িয়ে যাবার কোনো উপায় নেই। বাংলাদেশসহ পুরো পৃথিবীর প্রেক্ষাপটে এটি একটি সামাজিক বাস্তবতা। বেওয়ারিশ শিশুদেরও রয়েছে ভালোভাবে সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার। ইসলাম এ প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান দিয়েছে, যা আমরা এ প্রবন্ধে উপস্থাপন করেছি। এসব বিধি-বিধান অনুসরণ করে বেওয়ারিশ শিশুদের মানুষের মতো মানুষ হয়ে ওঠা নিশ্চিত করা যাবে।

Bibliography

Al-Qurān al-Karīm

Abū Muailak, Wazīh ʻAbdullah Sulaimān. 2006. *Ahkam al-Lakīt fī al-Fiqh al-Islāmī Mukāranatan bi-Qānūn Ahkām al-Shakhsiyyat al-Mʻamūl bihī fī Qitāʻi Gazza*. Masters Thesis, Al Jamiyatul Islamiyyah Gazzah.

Abul Haiza, Munīr Abdul Ghanī. 2006. *Ahkām al-Lakīt bain al-Sharīah al-Islāmiyyah wa al-Qānūn.* Masters Thesis, Hebron University.

Al Bahūtī, Mansūr Ibn Yūnus al-Hanbalī. 2009. *Kashshāf al-Qinā an Matn al-Iqnā*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah.

Al-Hisnī, Taqiuddīn Abū Bakr Al Shafiī. 2001. *Kifāyat al-Akhyār fī Halli Ghāyat al-Ikhtisār*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah.

Al-Khurashī, Muḥammad ibn ʻAbdullah Al-Malikī. 1997. *Hāshiyat al-Khurashī 'alā Mukhtasar Sīdī Khalīl*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah.

Al-Marghīnanī, Burhān al-Dīn Abu'l-Ḥasan ʻAlī bin Abū Bakr ibn ʻAbd al-Jalīl. 1437H. *Al-Hidāyah fī Sharh Bidāyat Al-Mubtadī*. Pakistan: Idārah al-Qurān wa al-Ulūm al-ʻIslamiyyah.

Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah. 1983. Kuwait: Ministry of Religious Affairs.

Al-Sarakhsī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abū Sahl Abū Bakr. N.D. *Al-Mabsūt,* Beirut: Dār al- Marifah.

Al-Shamī, Ibn Abidīn. 2003. *Al-Durr al-Mukhtār,* Riyadh: Dāru ʻAlam al-Kutub.

Al-Shirbīnī, Shamsuddīn Muḥammad ibn al-Khatīb. 1997. *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma'rifat al-Ma'anī Alfāz Sharḥ al-Minhāj,* Beirut: Dār al- Marifah.

Al-Suyūṭī, Abū al-Faḍl ʻAbd al-Raḥmān ibn Abū Bakr ibn Muḥammad Jalāl al-Dīn. 2001. *Kanz al-Rāghibīn Sharḥ Minhāj al-Ṭālibīn.* Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah.

Al-Tirmidī, Abū ʻIsā Muḥammad Ibn ʻIsā. 1417H. *Al-Sunan*. Riyadh: Maktabat al-Maʻārif.

Al-Zuhaylī, Wahbah Mustafā. 1984. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*. Bairut: Dār al-fikr.

Baihaqī, Abū Bakr Aḥmad Ibn Husain. 2002. *Al-Sunan al-Kubrā,* Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyyah.

Editorial Board. 2009. *Fatwa o Masail,* Dhaka: Islamic Foundation.

Editorial Board.1995. *Sangkhipto Islami Bishwakosh,* Dhaka: Islamic Foundation

Ibn Manẓūr, Muḥammad ibn Mukarram ibn ʿAlī ibn Aḥmad. 2010. *Lisān al-ʿArab*. Bairut: Dār Sādir

Ibn Qudāmah, Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad ʿAbdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Maqdīsī. N.D. *Al Mughnī,* Riyadh: Maktaba al-Riyadh al-Hadīthiyyah.

msw.gov.bd, Last Modified 17 April, 2015

Porosh, Shahadat Hossein, "Jonmoi Ajonmo Pap", *Samakal,* Oktober 23.

Rahman, Fazlur. 2003. *Arbi-Bangla Baboharik Obidhan,* Dhaka: Riyadh Prakashani.

Sabāhī, Muḥammad Rabī. 2009. ʻAḥkam al-Lakīt fī al-Shariyyah al-Islāmiyyah. *Majallatu Jamiyati Dimashq lil Ulumil Iqtisadiyyah* 25: 1. p. 791-826